দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 7 MAR 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ .....

সরকারি কলেজগুলোতে তীব্র শিক্ষক সংকট

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে চলছে তীব্র শিক্ষক সংকট। প্রত্যেকটি কলেজে শিক্ষার্থীর বিপরীতে যত শিক্ষক থাকার কথা বাস্তবে আছে এর চেয়ে অনেক কম। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত এনাম কমিটির রিপোর্টে বলা আছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে প্রতি ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকবে। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সংক্রান্ত সংশোধন রেগুলেশন ২০০০'-এর ৩ (১) এ উল্লেখ আছে 'কোন কলেজে কোন বিষয়ে ডিগ্রি (পাস ও অনার্স) এবং স্নাতকোত্তর কোর্স থাকলে উক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে।' কিন্তু সরকারি কলেজগুলোতে এই বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। নিয়মের অর্ধেক শিক্ষক নেই সরকারি কলেজগুলোর অধিকাংশ বিভাগে। ২/১ জন শিক্ষক দিয়েও চালানো হচ্ছে কোন কোন কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম। কোন বিভাগ আছে একেবারেই শিক্ষক শূন্য। শিক্ষক ভাড়া করে চালানো হচ্ছে এসব বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম। একাধিক কলেজের অধ্যক্ষরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম

পরিস্থিতি মোকাবেলায় 'ভাড়া করা' হচ্ছে শিক্ষক

(১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারি কলেজগুলোতে

(প্রথম পৃঃ পর)

পরিমাণ শিক্ষক থাকায় চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম।

শিক্ষক সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা সরকারি তিতুমীর কলেজে। শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক দিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১ হাজারেরও বেশি। কলেজটিতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে ১৯টি বিভাগে। আর এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ৯৯ জন। কয়েকটি বিভাগে রয়েছে ভাড়া করা শিক্ষক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ১২ জন শিক্ষক নেই এই কলেজের কোন বিভাগেই। মাত্র ৩ থেকে ৫ জন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, দর্শন বিভাগ, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ। কলেজে নতুন সৃষ্টি হওয়া ফিন্যান্স বিভাগে কোন স্থায়ী শিক্ষকের পদ না থাকায় তা চলছে অতিথি শিক্ষক দিয়ে। মার্কেটিং বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১ জন। কলেজে শিক্ষক সংকটের বিষয়ে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আনিস ফাতেমা ইত্তেফাককে বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে আমাদেরকে অচিরেই সংকট পূরণের জন্য শিক্ষক দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজে ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ১৮৫ জন। সংকট থাকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ কল্যাণ বিভাগে রাখা হয়েছে ভাড়া করা শিক্ষক। অধিকাংশ বিভাগ চালানো হচ্ছে মাত্র ৫/৬ জন শিক্ষক দিয়ে। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ইতিমধ্যে আমরা ৪৭টি পদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছি। অধ্যক্ষ বলেন, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম শিক্ষক থাকায় দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বরিশাল বিএম কলেজেও বর্তমানে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১৪৫ জন। কলেজে সৃষ্ট পদ ১৯১টি হলেও নেই সে অনুযায়ী শিক্ষক। কয়েকটি বিভাগে রয়েছে ভাড়া করা শিক্ষক। অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ননী গোপাল দাস বলেন, এই কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সৃষ্ট পদের চেয়েও অতিরিক্ত ৩০ জন শিক্ষক বেশি প্রয়োজন। দেশের আরেক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইডেন মহিলা কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার যার বিপরীতে শিক্ষক আছেন প্রায় ২শ। ২২টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স থাকা এই কলেজেও চলছে শিক্ষক সংকট।

মিরপুরের সরকারি বাংলা কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছেন ১৬ হাজার ৫১ জন। কলেজ প্রশাসন জানিয়েছে, এই পরিমাণ শিক্ষার্থীর জন্য তাদের শিক্ষক প্রয়োজন ১৮০ জন। অথচ শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৮৯ জন। কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর বদরুল নাহার ইত্তেফাককে বলেন, প্রয়োজনের অর্ধেক পরিমাণ শিক্ষক থাকায় প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রম। তারপরও শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে যতদূর সম্ভব পাঠদান করে থাকি।

পুরানো ঢাকার সরকারি কবি নজরুল কলেজে ১৩ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৮৫ জন। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ৫টি বিষয়ে মাস্টার্স থাকা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শিক্ষক না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এখানের শিক্ষার্থীরা। পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী কলেজের একই অবস্থা। এখানে ১২ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৭২ জন। এভাবে দেশের অন্যান্য সরকারি কলেজগুলোতেও শিক্ষক সংকট রয়েছে বলে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক সিরাজুল হক এ বিষয়ে ইত্তেফাককে বলেন, দেশের বিভিন্ন কলেজে যথেষ্ট শিক্ষক সংকট রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিভাবে আরো শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা যায় তাকে সরকার প্রাধান্য দিচ্ছে।